রহস্যগল্প

মুখফোড়

সূচীপত্র

Suggested eBook Reader

EPUB Readers 📖

◈ Android ◈

📱

Lithum

Moon+ Reader (Supports MOBI formats also)

◈ Desktop ◈

🖥

Calibre

◈ Apple ◈

🍎

iBooks

◈ Contributor ◈

This ebook is auto generated using python. Some parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to Tele Boi.

◈ Disclaimer ◈

⚠️

রহস্যগল্প - ০০১

মুখফোড়

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া দরজায় প্রবল করাঘাতের শব্দ শুনে বিরক্ত হয়ে কম্বলের নিচ ছেড়ে বেরোলেন। আপদ। এই শীতের ভোরে কোন পেঙ্কির পো এলো জ্বালাতন করতে? গবেষণা ছেড়ে গোয়েন্দাগিরি ধরে এক মুসিবতেই পড়েছেন তিনি। দিন নাই রাত নাই পাড়া পড়শীরা নানা পাতি রহস্য নিয়ে ধর্ণা দ্যায় তাঁর দোরে।

দরজা খুলতেই পাশের বাড়ির মালিক জনাব হলুদ কুন্ডু একেবারে হাহাকার করে জাপটে ধরলেন তাঁকে, "সর্বনাশ হয়ে গ্যাছে মিস্টার চৌরাসিয়া, আমার সর্বনাশ হয়ে গ্যাছে!"

চৌরাসিয়া নির্মম হাতে চুল ধরে কুন্ডু মশাইকে আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে আনেন। "কী হয়েছে? পালিয়ে গ্যাছে আপনার সুন্দরী বউ কাজের ছোকরার সাথে?"

হলুদ কুন্ডু ফুঁপিয়ে ওঠেন, "না, এখনো না!"

চৌরাসিয়া একখানা রোমশ ভুরু উত্তোলন করেন, "তাহলে?"

হলুদ কুন্ডু কেঁদে উঠে বলেন, "খুন হয়েছে খুন! কে বা কাহারা আমার সাধের বিড়াল সাইমুমকে!"

চৌরাসিয়ার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। "সাইমুম? আপনার সেই কেলে হুলোটা? রোজ যেটা আমার বাড়িতে খাবার চুরি করতে ঢুকতো সেটা? সেই বজ্জাত ডিপথেরিয়ার ধারকবাহকরক্ষক বিড়াল সাইমুম?"

হলুদ কুন্ডু মাথা নাড়েন।

চৌরাসিয়া বলেন, "আপনি বলবেন না, আমাকে আন্দাজ করতে দিন। কে বা কাহারা সাইমুমের মুন্ডুটা এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলে রেখে গ্যাছে?"

হলুদ কুন্ডুর চোখ বড় বড় হয়ে যায় বিস্ময়ে। "আপনি ... আপনি কিভাবে জানলেন?"

চৌরাসিয়া চিন্তিত মুখে বললেন, "আমি অনেক ভালো গোয়েন্দা তাই। আপনার চেহারা দেখেই বুঝে ফেলেছি সাইমুমের কপালে কী ঘটেছে। ঠিক আছে, আপনি যান, লাশের চারপাশে চক দিয়ে দাগ কেটে রাখেন, কোন কিছু পরিষ্কার করতে যাবেন না, আমি সকালে উঠে দেখছি কী করা যায়!"

হলুদ কুন্ডু ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে যান। চৌরাসিয়া দরজা বন্ধ করে ভাবতে বসেন।

বিড়াল খুনের ঘটনা এই প্রথম নয়। এ নিয়ে এটা তৃতীয় কেস। প্রথম খুন হয় তাঁর উলটোদিকের বাসার মিসেস অর্ধকুমারীর বাসায়। খুনটা হয় রাতের দিকে, ভোরে টয়লেট সারতে গিয়ে অর্ধকুমারী আবিষ্কার করেন, কে বা কাহারা তাঁর প্রিয় কাবুলি বেড়াল মুস্তাকাকে গলায় ধারালো অস্ত্র চালিয়ে খুন করেছে। তিনি ভোরবেলায় নাইটি পরা অবস্থায় ছুটে আসেন চৌরাসিয়ার দোরে। পরদিন সকালে তদন্ত করে চৌরাসিয়া কিছু তথ্য টুকে আনেন নোটবইতে, আর পুলিশকে জানাতে বারণ করেন।

দ্্বিতীয় খুনের শিকার হয় পাশের গলির জনাব ছাগেব বুদবুদের প্রিয় শ্যামদেশী বিড়াল খোশবু। ভোরবেলা ছাগেব বুদবুদ এসে কিল মারেন চৌরাসিয়ার দরজায়। চৌরাসিয়া পরদিন সকালে গিয়ে দ্যাখেন, মুস্তাকার মতো জবাই করে নয়, বেশ গভীর কোপ দেয়া হয়েছে খোশবুর গলায়, মুন্ডু প্রায় ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন।

আর এখন খুন হলো হলুদ কুন্ডুর বজ্জাত বিড়াল সাইমুম। তার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন।

চৌরাসিয়া পায়চারি শুরু করেন ঘরের মধ্যে।

পরদিন সকালে বাজারের কামারের দোকানে গিয়ে হানা দ্যান চৌরাসিয়া। রমাকান্ত কামার বসে বসে হাঁপরে হাত বুলাচ্ছিলো, চৌরাসিয়াকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকায়।

"আচ্ছা রমা, কেউ তোমার কাছ থেকে তলোয়ার বানিয়ে নিয়েছে গত কয়েকদিনের মধ্যে?" চৌরাসিয়া ফ্লাস্ক থেকে এক চুমুক ভোগান্তি চালান করেন পেটে। দর্শনায় তৈরি ভদকা, অত্যন্ত চমৎকার দ্রব্য, নামে ভোগান্তি হলেও কামে তেমন নয়, চৌরাসিয়া নিয়মিত সেবন করেন।

রমাকান্ত কিছুক্ষণ ভেবে একটা হালখাতা খুঁজে বার করে। সেখানে কিছুক্ষণ খুঁজেপেতে বলে, "হাঁ! এই তো এই পাড়ার কার্বন মাঝি সাহেব দশদিন আগে একটা বানিয়ে নিয়ে গেলেন।"

চৌরাসিয়া হাসেন। "হুমমম। তো, তলোয়ার বানানোর ফরমাশ পেয়ে তোমার অবাক লাগেনি?"

রমাকান্ত গোঁপ চোমরায়। "না। খুশি লেগেছে। পয়সা পেয়েছি অনেক। আমি তো

কামার, তলোয়ার বললে তলোয়ার বানিয়ে দেই, বন্দুকের নল বললে বন্দুকের নল, ট্যাঙ্কের চাক্কা বললে ট্যাঙ্কের চাক্কা ...।"

চৌরাসিয়ার মুখ শুকিয়ে যায়। তিনি আরেক বড় ঢোঁক ভোগান্তি গিলে বলেন, "আচ্ছা, তলোয়ারটা কি কার্বন মাঝি সাহেব ধার করাতে এনেছিলেন পরে?"

রমাকান্ত মাথা নাড়ে। "হাঁ! এই নিয়ে তিনবার হলো ধার করাতে আনলেন।"

চৌরাসিয়া সন্তুষ্ট হয়ে হাসেন। "হুমমম। তুমি জিজ্ঞেস করোনি এতো ধার করাতে হয় কেন তলোয়ার?"

রমাকান্ত মাথা নাড়ে। "হয়তো কচুগাছ কচুকাটা করেন, তাই ঘনঘন ধার করাতে হয়।"

চৌরাসিয়া হাসেন। হুমমম।

বাড়ি ফিরে চৌরাসিয়া দ্যাখেন, দরজার গায়ে পিন মেরে একটা খাম সাঁটানো। খুলে দ্যাখেন, বিয়ের দাওয়াত। প্রতিবেশী জনাব কার্বন মাঝির সাথে জনৈকা চুনিয়া আর্কেডিয়ার শুভবিবাহ আগামী রবিবার।

চৌরাসিয়া হাসেন। ভালোই। রহস্যের সমাধান হলো, আর ধরে নেয়া যেতে পারে আর একটা বিড়ালের হত্যাকান্ড ঘটলেই এই সিরিজ খুনের ফ্যাসাদ শেষ হবে। তবে এই অভাগা বিড়ালের স্বত্বাধিকারিণী অন্তত গোয়েন্দার কাছে নালিশ করতে আসবেন না।

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া ভোগান্তির ফ্লাস্কে ফড়াৎ করে চুমুক দ্যান।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ৩০/০৭/২০০৭ - ১১:০৮অপরাহ্ন)

রহস্যগল্প - ০০২

মুখফোড়

রহস্যভেদী গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া গম্ভীর নিশ্চুপ মুখে বারান্দায় বসে। তাঁর পরনে একটি লাল রঙের গ্যাবার্ডিনের হাফপ্যান্ট, ফুটপাথের হকারের কাছ থেকে ষাট টাকা দামে কেনা, দামী ডিটারজেন্টে ধোয়া এবং ইস্ত্রি করা। লাল রংটা একটু যেন বিষণ্ন হয়ে পড়েছে আবহাওয়ার পরিবর্তনে।

চৌরাসিয়া গম্ভীর হয়ে আছেন অন্য কারণে। তাঁর নতুন কেনা হলুদ লুঙ্গিটা চুরি গিয়েছে। বারান্দায় শুকানোর জন্য সেটাকে টাঙ্গাইল করা হয়েছিলো, কে যেন সেটাকে সরাইল করে নিয়ে গেছে। কিন্তু রহস্যজনক ব্যাপার, আর কোন কিছু নড়াইল করে যায়নি। মগাদিশু চৌরাসিয়া প্রচুর ঘাটাইল করে দেখেছেন, কোন ক্লু খুঁজে পাননি। অত্যন্ত ঘাগু চোর। কিন্তু চোর ব্যাটা বা বেটি জানে না, যে প্রখ্যাত রহস্যভেদী গবেষক গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া এখন তাকে তাড়াইল করে বেড়াচ্ছেন।

চোর (বা চুন্নি)টিকে তাড়া করে বেড়াবার জন্য যে পদ্ধতিটি চৌরাসিয়া অবলম্বন করেছেন, সেটি অবশ্য অভিনব। তিনি তাঁর প্রকান্ড আতশ কাঁচটি বার করে গলিতে গলিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন না, বরং লাল হাফপ্যান্টটি পরে বারান্দায় বসে ভোগান্তির গেলাসে মৃদুমন্দ চুমুক দিচ্ছেন।

রহস্যভেদী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, অপরাধীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপকর্ম করার পর প্রথমে একচোট ভাগাইল হবার পর আবার ফিরে এসে আড়ালে আবডালে থেকে অকুস্থল পর্যবেক্ষণ করা। যতো রাজ্যের গেঁ◌েড় বদমাশ তা-ই করে। আর তাঁর বারান্দায় টাঙ্গাইল হলুদ লুঙ্গিটিকে ওভাবে গাপ করার সাধ ও সাধ্য রাখে যে অপরাধী, সে যে অত্যন্ত জটিল ও কূটিল স্বভাবের, এবং সে-ও যে আড়ালে বসে চৌরাসিয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে চাইবে, তা চৌরাসিয়া স্বতসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

তবে একই সাথে তিনি তাঁর নোটপ্যাডে নোট করছেন। সম্ভাব্য কে কে চুরি করতে পারে তাঁর সাধের পীতবর্ণের লুঙ্গিটিকে? উলটোদিকের ফ্ল্যাটের মিসেস অর্ধকুমারীর কথা মনে আসে তাঁর। মহিলা বিদঘুটে সব জামা কাপড় পরেন। যদিও এখনও লুঙ্গি পরা

ধরেননি, কিন্তু ধরতে বাধা কি? হয়তো মিসেস অর্ধকুমারী ক্লেপটোম্যানিয়াক, ঘরে চুরি করা লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়ান। কিছুই অসম্ভব নয়।

ভাবতে ভাবতে আচমকা চৌরাসিয়া একেবারে সোজা হয়ে বসেন। উলটোদিকের ফ্ল্যাটের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন মিসেস অর্ধকুমারী, মাথায় একটা হলুদ পট্টি বাঁধা!

চৌরাসিয়া ভাবেন, আমার লুঙ্গিটিকে ছিঁড়েই এই মাথার পট্টবস্ত্রটি তৈরি নয়তো? আমার সাধের সিল্কের লুঙ্গি! চৌরাসিয়ার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, তিনি পাশে রাখা দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি তুলে নিয়ে মিসেস অর্ধকুমারীকে আগাপাস্তলা পর্যবেক্ষণ করেন। নাহ, মহিলাকে দূরবীণ লাগিয়ে দেখার মানেই হয় না, অত্যন্ত বিখাউজ ফিগার, তিনি হলুদ পট্টিতে মনোযোগ দেন। শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে খানিকক্ষণ দেখে তিনি টের পান, না, এটা তাঁর লুঙ্গিছেঁড়া কাপড় নয়। এটাতে সূক্ষ্ম কালো স্ট্রাইপ আছে।

দূরবীণ নামিয়ে আবার বিষণ্ন মনে তিনি ভোগান্তির বোতলে চুমুক দেন। হায়রে সমাজ! সামান্য একটা লুঙ্গিও আজ ছ্যাচ্চোরদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। রাজশাহী সিল্কের একটা সামান্য লুঙ্গি, তা-ও তিনি নিরাপদে পড়তে পারেন না। চৌরাসিয়া মনে মনে ঠিক করেন, তিনি দেশ ছেড়ে সুইৎজারল্যান্ড চলে যাবেন, কোন একটা পাহাড়ি কুটিরে বসবাস করবেন, চমরী গাইয়ের উল দিয়ে বানানো লুঙ্গি পরে থাকবেন সেখানে।

তবে ভোগান্তির গেলাস কয়েকবার নিঃশেষ হবার পর চৌরাসিয়া আবারও বিকল্প ভাবনায় ডুবে যান। সুইৎজারল্যান্ডেও যে লুঙ্গিতস্কর (বা তস্করনী) নেই তার নিশ্চয়তা কে দেবে? নাকি লুঙ্গি পরাই ছেড়ে দেবেন তিনি, পাড়ার উদাস পাগলটার মতো নির্লিপ্ত দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়াবেন? অবশ্য পাগলটার যা যতটুকু আছে তা ততটুকু তাঁর নেই, তাছাড়া ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অনেক হ্যাপা, সিটি করপোরেশন এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে। নাকি ইয়োরোপের কোন দেশে প্রকৃতিবাদী কোন ক্লাবে গিয়ে নাম লেখাবেন? ভাবতে ভাবতে তাঁর মেজাজটা আবারও বিগড়ে যায়।

একটা কাশির শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ডানে তাকিয়ে তিনি দেখেন, পাশের ফ্ল্যাটের সিনে সাংবাদিক পমি রহমান একটা ভাস্কোদাগামা গোছের দূরবীণ লাগিয়ে কী যেন দেখছে। দূরবীণের নল অনুসরণ করে তিনি নিজের দূরবীণ তাক করেন, দেখেন মিসেস অর্ধকুমারী বারান্দায় স্কিপিং করছেন। রোগা হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা। তবে আনুষঙ্গিক আন্দোলন হচ্ছে বেশ, পমি রহমান বোধহয় তা-ই দেখছে। সিনেমাখোরদের এমনই হয়। কিছুতেই মোটা মহিলাদের লাফঝাঁপ না দেখে থাকতে পারে না। চৌরাসিয়া দূরগত যৌবনে কিছুদিন এফডিসিতে কাল্লু ওস্তাদের সাগরেদি করেছেন, সিনে সাংবাদিকদের তিনি রগে রগে চেনেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক শোভন মনে হয় না তাঁর কাছে। তিনি রহস্যভেদী, তাছাড়া এখন ভিকটিম, দূরবীণ তাঁর হাতে বিলক্ষণ মানায়। কিন্তু পিপিং টম পমি রহমান সেটা চোখে লাগিয়ে মহল্লা চষে বেড়াবে, সেটা ভালো লাগে না চৌরাসিয়ার কাছে। তিনি ঘোঁৎকার করে জিজ্ঞেস করেন, "ব্যাপার কি পমি সাহেব, পাখি দেখেন নাকি?"

পমি রহমান অত্যন্ত ঘাগু চীজ, সেও ঘোঁৎ করে বলে, "পাখি নয়, পশু দেখি। কাঙারু। বেজায় লাফাচ্ছে। না জানি কখন পেটিকোট ছেড়ে বেরিয়ে আসে!"

চৌরাসিয়া ভোগান্তির গেলাসে চুমুক দেন। "কাঙারু পেটিকোট পরে নাকি?"

পমি রহমান দাঁতে দাঁত পিষে বলে, "শুধু যে পেটিকোট পরে, তা-ই নয়, আমার ব্যাঙ্কক থেকে কেনা লাল গেঞ্জিটার মতো দেখতে একটা ব্লাউজও পরে!"

চৌরাসিয়া চমকে ওঠেন। "মানে?"

পমি রহমান দাঁত খিঁিচয়ে বলে, "আরে ভাই আর বলবেন না। গেলোবার ব্যাঙ্কক গেলাম, চাকভূম চাকভূম ছবির শ্যুটিং কাভার করতে, ফেরার পথে একটা দামী সিল্কের লাল গেঞ্জি কিনেছিলাম, কে বা কাহারা গতকাল সেটা বারান্দা থেকে ঝেড়ে দিয়েছে। তাই তো দূরবীণ দিয়ে তদারক করছি। কাউকে লাল গেঞ্জি পরে বেরোতে দেখলেই গিয়ে ধরে ঠ্যাঙাবো।"

চৌরাসিয়া বলেন, "হুম! পাড়ার লোককেই কেন সন্দেহ করছেন আপনি?"

পমি রহমান দাঁত খিঁচিয়ে বলে, "আরে, এই পাড়াটাই যতো ধান্দাবাজ লোকে ভরা! তাছাড়া পেশাদার চোরের কাজ না, যে চুরি করেছে সে ঘাগু চোর! কোন ক্লু-ই ফেলে যায়নি!"

চৌরাসিয়া বিষণ্ন হয়ে পড়েন আবারও। পমি রহমানের মতো সিনে সাংবাদিকও আজকাল রহস্যভেদের মতো শক্ত কাজ অম্লানবদনে করে ফেলছে। কোন প্রফেশন্যাল কার্টেসি নেই। তিনি তো কখনো নায়িকা চন্দ্রিমার শরীরের মাপ নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখতে যান না। পমি রহমানেরও কি উচিত ছিলো না এমন একটা রহস্য নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া? চৌরাসিয়া আবার বিবেচনা করতে থাকেন, স্পেনের কোন রমরমা প্রকৃতিবাদী ক্লাবে নাম লিখিয়ে বিবস্ত্র হয়ে সৈকতে পড়ে থাকবেন কি না। লুঙ্গি গেঞ্জি হারিয়ে এভাবে আর কাঁহাতক?

পমি রহমান হতাশ হয়ে চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে বলে, "নাহ, এটা আমার গেঞ্জির কাপড় না, ভেতরে ব্রা দেখা যাচ্ছে না। আমার গেঞ্জি একেবারে ফিনফিনে পাতলা।"

চৌরাসিয়া বিমর্ষতর হয়ে পড়েন। পমি রহমানের ডিডাকশন খুব একটা খারাপ নয়। কি গেরো! স্পেনে এক বন্ধু থাকে তাঁর, ঐ ব্যাটাকে আজই ইমেইল করতে হবে।

হঠাৎ একটা বেসুরো গানের শব্দ এসে তাঁর কানে ধাক্কা মারে। কে যেন চেঁচিয়ে গাইছে, মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই ...। কী জঘন্য গলা! সুরের প্রতি সামান্য দরদ আছে এমন যে কেউ নিজের গানের এমন দশা শুনলে চুপ করে যেতো, কিন্তু এই ব্যাটা মনে হচ্ছে অবিমিশ্র ঠসা! আওয়াজটা আসছে মিসেস অর্ধকুমারীর ওপরের ফ্ল্যাট থেকে।

চৌরাসিয়া নিজের রহস্যভেদী মনকে সক্রিয় করে তোলেন। গমগমে আওয়াজটা শুনে মনে হচ্ছে কেউ ছোটঘরে গিয়ে এই অপকর্মটি করছে। অনেকেই আছে না গাইলে হেগে উঠতে পারে না। কেউ গোসল করতে করতে গান গায়। এই দুষ্কৃতীটিও মনে হচ্ছে এই দুটি কাজের একটির সাথে সম্পৃক্ত।

আরো মিনিট দশেক এই গান চলে। চৌরাসিয়া ভাবতে থাকেন, টয়লেটে গিয়ে লোকে গান গায় কেন? এর মাজেজা কী?

কিন্তু আরো মিনিট পাঁচেক পর গায়ক যখন গান গাইতে গাইতে বারান্দায় বেরিয়ে আসে, চৌরাসিয়া চমকে প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যান। লোকটাকে তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। সেই কার্বন মাঝি! পরনে লাল রঙের ফিনফিনে গেঞ্জি, বাহারী হলুদ রঙের লুঙ্গি। কাঁধে একটা সবুজ গামছা। মুখে গান ... মোরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ঐ পড়ের দোরে ভিক্ষে চাই ...!

এবার বাঁ দিক থেকে একটা অস্ফূট আওয়াজ আসে। চৌরাসিয়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, বাঁয়ের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিবেশিনী মিস মঞ্জুময়ূরী। চোখে একখানা দূরবীণ।

মঞ্জুময়ূরী দূরবীণ নামিয়ে একটা কিছু বলতে যান, চৌরাসিয়া হাতের ইঙ্গিতে তাঁকে থামিয়ে দ্যান।

"বলতে হবে না, বুঝেছি!" বিরস গলায় বলেন তিনি। "আপনার একটা সবুজ সিল্কের গামছা চুরি গেছে!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বুধ, ০১/০৮/২০০৭ - ১১:১৮অপরাহ্ন)

রহস্যগল্প ০০১

মুখফোড়

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া দরজায় প্রবল করাঘাতের শব্দ শুনিয়া বিরক্ত হইয়া কম্বলের কন্দর ছাড়িয়া বাহির হইলেন। আপদ। এই শীতের প্রত্যুষে কোন পেঙ্কির পো আসিল জ্বালাতন করিতে? গবেষণা ছাড়িয়া গোয়েন্দাগিরির লাইনঘাট ধরিয়া এক মুসিবতেই পড়িয়াছেন তিনি। দিন নাই রাত নাই পাড়া পড়শীরা নানা পাতিরহস্য লইয়া ধর্ণা দ্যায় তাঁহার দুয়ারে।

দরজা খুলিতেই পাশের বাড়ির মালিক জনাব হলুদ কুন্ডু একেবারে হাহাকার করিয়া জাপটাইয়া ধরিলেন তাঁহাকে, "সর্বনাশ হয়ে গ্যাছে মিস্টার চৌরাসিয়া, আমার সর্বনাশ হয়ে গ্যাছে!"

চৌরাসিয়া নির্মম হাতে কেশ আকর্ষণপূর্বক কুন্ডু মশাইকে আলিঙ্গন হইতে ছাড়াইয়া আনেন। "কী হয়েছে? পালিয়ে গ্যাছে আপনার সুন্দরী বউ কাজের ছোকরার সাথে?"

হলুদ কুন্ডু ডুকরাইয়া কহিয়া ওঠেন, "না, এখনো না!"

চৌরাসিয়া একখানা রোমশ ভুরু উত্তোলন করেন, "তাহলে?"

হলুদ কুন্ডু কাঁদিতে কাঁদিতে কহেন, "খুন হয়েছে খুন! কে বা কাহারা আমার সাধের বিড়াল সাইমুমকে!"

চৌরাসিয়ার চোয়াল শক্ত হইয়া ওঠে। "সাইমুম? আপনার সেই কেলে হুলোটা? রোজ যেটা আমার বাড়িতে খাবার চুরি করতে ঢুকতো সেটা? সেই বজ্জাত ডিপথেরিয়ার ধারকবাহকরক্ষক বিড়াল সাইমুম?"

হলুদ কুন্ডু মাথা নাড়েন।

চৌরাসিয়া বলেন, "আপনি বলবেন না, আমাকে আন্দাজ করতে দিন। কে বা কাহারা

সাইমুমের মুন্ডুটা এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলে রেখে গ্যাছে?"

হলুদ কুন্ডুর চোখ বিস্ফারিত হয় বিস্ময়ে। "আপনি ... আপনি কীভাবে জানলেন?"

চৌরাসিয়া চিন্তিত মুখে বলিলেন, "আমি অনেক ভালো গোয়েন্দা তাই। আপনার চেহারা দেখেই বুঝে ফেলেছি সাইমুমের কপালে কী ঘটেছে। ঠিক আছে, আপনি যান, লাশের চারপাশে চক দিয়ে দাগ কেটে রাখেন, কোন কিছু পরিষ্কার করতে যাবেন না, আমি সকালে উঠে দেখছি কী করা যায়!"

হলুদ কুন্ডু ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে নিষ্ক্রান্ত হন। চৌরাসিয়া দরজায় আগল দিয়া ভাবিতে বসেন।

বিড়াল খুনের ঘটনা ইহাই প্রথম নহে। ইহা লইয়া তৃতীয় মার্জারহত্যার কেস তাঁহার করতলগত হইল। প্রথম খুন হয় তাঁহার বিপরীতদিকের বাড়ির মিসেস অর্ধকুমারীর বাসায়। খুনটা হয় রাত্রিকালে, ভোরে টয়লেট সারিতে গিয়া অর্ধকুমারী আবিষ্কার করেন, কে বা কাহারা তাঁর প্রিয় কাবুলি বেড়াল মুস্তাকাকে গলায় ধারালো অস্ত্র চালাইয়া খুন করিয়াছে। তিনি ভোরবেলায় নাইটি পরা অবস্থায় ছুটিয়া আসেন চৌরাসিয়ার দুয়ারে। পরদিন সকালে তদন্ত মারিয়া চৌরাসিয়া কিছু তথ্য টুকিয়া লন নোটবইতে, আর পুলিশকে জানাইয়া ঘোল পাকাইতে বারণ করেন।

দ্বিতীয় খুনের শিকার হয় পাশের গলির জনাব ছাগেব বুদবুদের প্রিয় শ্যামদেশী বিড়াল খোশবু। ভোরবেলা ছাগেব বুদবুদ আসিয়া কিল মারেন চৌরাসিয়ার দরজায়। চৌরাসিয়া পরদিন সকালে গিয়া দ্যাখেন, মুস্তাকার মতো জবাই করিয়া নহে, বেশ গভীর কোপ দেওয়া হইয়াছে খোশবুর গলায়, মুণ্ড প্রায় ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন।

আর এখন খুন হইল হলুদ কুন্ডুর বজ্জাত বিড়াল সাইমুম। হতভাগ্য মার্জারটির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন।

চৌরাসিয়া পায়চারি শুরু করেন ঘরের মধ্যে।

পরদিন সকালে বাজারের কামারের দোকানে গিয়া হানা দ্যান চৌরাসিয়া। রমাকান্ত কামার বসিয়া বসিয়া হাঁপরে হাত বুলাইতেছিলো, চৌরাসিয়াকে দেখিয়া তাহার ভুরু কুঞ্চিত হইয়া ওঠে।

"আচ্ছা রমা, কেউ তোমার কাছ থেকে তলোয়ার বানিয়ে নিয়েছে গত কয়েকদিনের মধ্যে?" চৌরাসিয়া ফ্লাস্ক থেকে এক চুমুক ভোগান্তি চালান করেন পেটে। দর্শনায় তৈরি ভদকা, অত্যন্ত চমৎকার দ্রব্য, নামে ভোগান্তি হইলেও কামে তেমন নহে, চৌরাসিয়া নিয়মিত সেবন করেন।

রমাকান্ত কিছুক্ষণ ভাবিয়া একটি হালখাতা খুঁজিয়া বাহির করে। তাহাতে কিছুক্ষণ আঁতিপাতি সন্ধান করিয়া সে বলে, "হাঁ! এই তো এই পাড়ার কার্বন মাঝি সাহেব দশদিন আগে একটা বানিয়ে নিয়ে গেলেন।"

চৌরাসিয়া হাসেন। "হুমমম। তো, তলোয়ার বানানোর ফরমাশ পেয়ে তোমার অবাক লাগেনি?"

রমাকান্ত গুম্ফের প্রান্তদেশে দুটি অঙ্গুলি চালনা করিতে থাকে। "না। খুশি লেগেছে। পয়সা পেয়েছি অনেক। আমি তো কামার, তলোয়ার বললে তলোয়ার বানিয়ে দেই, বন্দুকের নল বললে বন্দুকের নল, ট্যাঙ্কের চাক্কা বললে ট্যাঙ্কের চাক্কা ...।"

চৌরাসিয়ার মুখ শুকাইয়া যায়। তিনি আরেক বড় ঢোঁক ভোগান্তি গিলিয়া বলেন, "আচ্ছা, তলোয়ারটা কি কার্বন মাঝি সাহেব ধার করাতে এনেছিলেন পরে?"

রমাকান্ত মাথা নাড়ে। "হাঁ! এই নিয়ে তিনবার হলো ধার করাতে আনলেন।"

চৌরাসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া হাসেন। "হুমমম। তুমি জিজ্ঞেস করোনি এতো ধার করাতে হয় কেন তলোয়ার?"

রমাকান্ত মাথা নাড়ে। "হয়তো কচুগাছ কচুকাটা করেন, তাই ঘনঘন ধার করাতে হয়।"

চৌরাসিয়া হাসেন। হুমমম।

.

.

.

বাড়ি ফিরিয়া চৌরাসিয়া দ্যাখেন, দরজার গায়ে পিন মারিয়া একখানি খাম সাঁটানো। খুলিয়া দ্যাখেন, বিবাহের নিমন্ত্রণ। প্রতিবেশী জনাব কার্বন মাঝির সহিত জনৈকা চুনিয়া আর্কেডিয়ার শুভবিবাহ আগামী রবিবার।

চৌরাসিয়া হাসেন। ভালোই। রহস্যের সমাধান হলো, আর ধরে নেয়া যেতে পারে আর একটি মাত্র বিড়ালের হত্যাকাণ্ড ঘটিলেই এই সিরিজ খুনের ফ্যাসাদ সমাপ্ত হইবে। তবে এই অভাগা বিড়ালের স্বত্বাধিকারিণী অন্তত গোয়েন্দার কাছে নালিশ ঠুকিতে আসবেন না। বাসর রাতে নিহত মার্জার লইয়া কে কবে হাউকাউ করিয়াছে?

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বুধ, ১২/০৫/২০১০ - ৯:৫৫পূর্বাহ্ন)

রহস্যগল্প ০০২

মুখফোড়

রহস্যভেদী গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া গম্ভীর নিশ্চুপ মুখে বারান্দায় বসে। তাঁর পরনে একটি লাল রঙের গ্যাবার্ডিনের হাফপ্যান্ট, ফুটপাথের হকারের কাছ থেকে ষাট টাকা দামে কেনা, দামী ডিটারজেন্টে ধোয়া এবং ইস্ত্রি করা। লাল রংটা একটু যেন বিষণ্ন হয়ে পড়েছে আবহাওয়ার পরিবর্তনে।

চৌরাসিয়া গম্ভীর হয়ে আছেন অন্য কারণে। তাঁর নতুন কেনা হলুদ লুঙ্গিটা চুরি গিয়েছে। বারান্দায় শুকানোর জন্য সেটাকে টাঙ্গাইল করা হয়েছিলো, কে যেন সেটাকে সরাইল করে নিয়ে গেছে। কিন্তু রহস্যজনক ব্যাপার, আর কোন কিছু নড়াইল করে যায়নি। মগাদিশু চৌরাসিয়া প্রচুর ঘাটাইল করে দেখেছেন, কোন ক্লু খুঁজে পাননি। অত্যন্ত ঘাগু চোর। কিন্তু চোর ব্যাটা বা বেটি জানে না, যে প্রখ্যাত রহস্যভেদী গবেষক গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া এখন তাকে তাড়াইল করে বেড়াচ্ছেন।

চোর (বা চুন্নি)টিকে তাড়া করে বেড়াবার জন্য যে পদ্ধতিটি চৌরাসিয়া অবলম্বন করেছেন, সেটি অবশ্য অভিনব। তিনি তাঁর প্রকান্ড আতশ কাঁচটি বার করে গলিতে গলিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন না, বরং লাল হাফপ্যান্টটি পরে বারান্দায় বসে ভোগান্তির গেলাসে মৃদুমন্দ চুমুক দিচ্ছেন।

রহস্যভেদী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, অপরাধীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপকর্ম করার পর প্রথমে একচোট ভাগাইল হবার পর আবার ফিরে এসে আড়ালে আবডালে থেকে অকুস্থল পর্যবেক্ষণ করা। যতো রাজ্যের গেঁড়ে বদমাশ তা-ই করে। আর তাঁর বারান্দায় টাঙ্গাইল হলুদ লুঙ্গিটিকে ওভাবে গাপ করার সাধ ও সাধ্য রাখে যে অপরাধী, সে যে অত্যন্ত জটিল ও কুটিল স্বভাবের, এবং সে-ও যে আড়ালে বসে চৌরাসিয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে চাইবে, তা চৌরাসিয়া স্বতসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

তবে একই সাথে তিনি তাঁর নোটপ্যাডে নোট করছেন। সম্ভাব্য কে কে চুরি করতে পারে তাঁর সাধের পীতবর্ণের লুঙ্গিটিকে? উলটোদিকের ফ্ল্যাটের মিসেস অর্ধকুমারীর কথা মনে আসে তাঁর। মহিলা বিদঘুটে সব জামা কাপড় পরেন। যদিও এখনও লুঙ্গি পরা

ধরেননি, কিন্তু ধরতে বাধা কি? হয়তো মিসেস অর্ধকুমারী ক্লেপটোম্যানিয়াক, ঘরে চুরি করা লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়ান। কিছুই অসম্ভব নয়।

ভাবতে ভাবতে আচমকা চৌরাসিয়া একেবারে সোজা হয়ে বসেন। উলটোদিকের ফ্ল্যাটের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন মিসেস অর্ধকুমারী, মাথায় একটা হলুদ পট্টি বাঁধা!

চৌরাসিয়া ভাবেন, আমার লুঙ্গিটিকে ছিঁড়েই এই মাথার পট্টবস্ত্রটি তৈরি নয়তো? আমার সাধের সিল্কের লুঙ্গি! চৌরাসিয়ার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, তিনি পাশে রাখা দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি তুলে নিয়ে মিসেস অর্ধকুমারীকে আগাপাস্তলা পর্যবেক্ষণ করেন। নাহ, মহিলাকে দূরবীণ লাগিয়ে দেখার মানেই হয় না, অত্যন্ত বিখাউজ ফিগার, তিনি হলুদ পট্টিতে মনোযোগ দেন। শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে খানিকক্ষণ দেখে তিনি টের পান, না, এটা তাঁর লুঙ্গিছেঁড়া কাপড় নয়। এটাতে সূক্ষ্ম কালো স্ট্রাইপ আছে।

দূরবীণ নামিয়ে আবার বিষণ্ন মনে তিনি ভোগান্তির বোতলে চুমুক দেন। হায়রে সমাজ! সামান্য একটা লুঙ্গিও আজ ছ্যাচ্চোরদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। রাজশাহী সিল্কের একটা সামান্য লুঙ্গি, তা-ও তিনি নিরাপদে পড়তে পারেন না। চৌরাসিয়া মনে মনে ঠিক করেন, তিনি দেশ ছেড়ে সুইৎজারল্যান্ড চলে যাবেন, কোন একটা পাহাড়ি কুটিরে বসবাস করবেন, চমরী গাইয়ের উল দিয়ে বানানো লুঙ্গি পরে থাকবেন সেখানে।

তবে ভোগান্তির গেলাস কয়েকবার নিঃশেষ হবার পর চৌরাসিয়া আবারও বিকল্প ভাবনায় ডুবে যান। সুইৎজারল্যান্ডেও যে লুঙ্গিতস্কর (বা তস্করনী) নেই তার নিশ্চয়তা কে দেবে? নাকি লুঙ্গি পরাই ছেড়ে দেবেন তিনি, পাড়ার উদাস পাগলটার মতো নির্লিপ্ত দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়াবেন? অবশ্য পাগলটার যা যতটুকু আছে তা ততটুকু তাঁর নেই, তাছাড়া ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অনেক হ্যাপা, সিটি করপোরেশন এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে। নাকি ইয়োরোপের কোন দেশে প্রকৃতিবাদী কোন ক্লাবে গিয়ে নাম লেখাবেন? ভাবতে ভাবতে তাঁর মেজাজটা আবারও বিগড়ে যায়।

একটা কাশির শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ডানে তাকিয়ে তিনি দেখেন, পাশের ফ্ল্যাটের সিনে সাংবাদিক পমি রহমান একটা ভাস্কোদাগামা গোছের দূরবীণ লাগিয়ে কী যেন দেখছে। দূরবীণের নল অনুসরণ করে তিনি নিজের দূরবীণ তাক করেন, দেখেন মিসেস অর্ধকুমারী বারান্দায় স্কিপিং করছেন। রোগা হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা। তবে আনুষঙ্গিক আন্দোলন হচ্ছে বেশ, পমি রহমান বোধহয় তা-ই দেখছে। সিনেমাখোরদের এমনই হয়। কিছুতেই মোটা মহিলাদের লাফঝাঁপ না দেখে থাকতে পারে না। চৌরাসিয়া দূরগত যৌবনে কিছুদিন এফডিসিতে কাল্লু ওস্তাদের সাগরেদি করেছেন, সিনে সাংবাদিকদের তিনি রগে রগে চেনেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক শোভন মনে হয় না তাঁর কাছে। তিনি রহস্যভেদী, তাছাড়া এখন ভিকটিম, দূরবীণ তাঁর হাতে বিলক্ষণ মানায়। কিন্তু পিপিং টম পমি রহমান সেটা চোখে লাগিয়ে মহল্লা চষে বেড়াবে, সেটা ভালো লাগে না চৌরাসিয়ার কাছে। তিনি ঘোঁৎকার করে জিজ্ঞেস করেন, "ব্যাপার কি পমি সাহেব, পাখি দেখেন নাকি?"

পমি রহমান অত্যন্ত ঘাগু চীজ, সেও ঘোঁৎ করে বলে, "পাখি নয়, পশু দেখি। কাঙারু। বেজায় লাফাচ্ছে। না জানি কখন পেটিকোট ছেড়ে বেরিয়ে আসে!"

চৌরাসিয়া ভোগান্তির গেলাসে চুমুক দেন। "কাঙারু পেটিকোট পরে নাকি?"

পমি রহমান দাঁতে দাঁত পিষে বলে, "শুধু যে পেটিকোট পরে, তা-ই নয়, আমার ব্যাঙ্কক থেকে কেনা লাল গেঞ্জিটার মতো দেখতে একটা ব্লাউজও পরে!"

চৌরাসিয়া চমকে ওঠেন। "মানে?"

পমি রহমান দাঁত খিঁিচয়ে বলে, "আরে ভাই আর বলবেন না। গেলোবার ব্যাঙ্কক গেলাম, চাকভূম চাকভূম ছবির শু্যটিং কাভার করতে, ফেরার পথে একটা দামী সিল্কের লাল গেঞ্জি কিনেছিলাম, কে বা কাহারা গতকাল সেটা বারান্দা থেকে ঝেড়ে দিয়েছে। তাই তো দূরবীণ দিয়ে তদারক করছি। কাউকে লাল গেঞ্জি পরে বেরোতে দেখলেই গিয়ে ধরে ঠ্যাঙাবো।"

চৌরাসিয়া বলেন, "হুম! পাড়ার লোককেই কেন সন্দেহ করছেন আপনি?"

পমি রহমান দাঁত খিঁচিয়ে বলে, "আরে, এই পাড়াটাই যতো ধান্দাবাজ লোকে ভরা! তাছাড়া পেশাদার চোরের কাজ না, যে চুরি করেছে সে ঘাগু চোর! কোন ক্লু-ই ফেলে যায়নি!"

চৌরাসিয়া বিষণ্ন হয়ে পড়েন আবারও। পমি রহমানের মতো সিনে সাংবাদিকও আজকাল রহস্যভেদের মতো শক্ত কাজ অম্লানবদনে করে ফেলছে। কোন প্রফেশন্যাল কার্টেসি নেই। তিনি তো কখনো নায়িকা চন্দ্রিমার শরীরের মাপ নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখতে যান না। পমি রহমানেরও কি উচিত ছিলো না এমন একটা রহস্য নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া? চৌরাসিয়া আবার বিবেচনা করতে থাকেন, স্পেনের কোন রমরমা প্রকৃতিবাদী ক্লাবে নাম লিখিয়ে বিবস্ত্র হয়ে সৈকতে পড়ে থাকবেন কি না। লুঙ্গি গেঞ্জি হারিয়ে এভাবে আর কাঁহাতক?

পমি রহমান হতাশ হয়ে চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে বলে, "নাহ, এটা আমার গেঞ্জির কাপড় না, ভেতরে ব্রা দেখা যাচ্ছে না। আমার গেঞ্জি একেবারে ফিনফিনে পাতলা।"

চৌরাসিয়া বিমর্ষতর হয়ে পড়েন। পমি রহমানের ডিডাকশন খুব একটা খারাপ নয়। কি গেরো! স্পেনে এক বন্ধু থাকে তাঁর, ঐ ব্যাটাকে আজই ইমেইল করতে হবে।

হঠাৎ একটা বেসুরো গানের শব্দ এসে তাঁর কানে ধাক্কা মারে। কে যেন চেঁচিয়ে গাইছে, মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই ...। কী জঘন্য গলা! সুরের প্রতি সামান্য দরদ আছে এমন যে কেউ নিজের গানের এমন দশা শুনলে চুপ করে যেতো, কিন্তু এই ব্যাটা মনে হচ্ছে অবিমিশ্র ঠসা! আওয়াজটা আসছে মিসেস অর্ধকুমারীর ওপরের ফ্ল্যাট থেকে।

চৌরাসিয়া নিজের রহস্যভেদী মনকে সক্রিয় করে তোলেন। গমগমে আওয়াজটা শুনে মনে হচ্ছে কেউ ছোটঘরে গিয়ে এই অপকর্মটি করছে। অনেকেই আছে না গাইলে হেগে উঠতে পারে না। কেউ গোসল করতে করতে গান গায়। এই দুষ্কৃতীটিও মনে হচ্ছে এই দুটি কাজের একটির সাথে সম্পৃক্ত।

আরো মিনিট দশেক এই গান চলে। চৌরাসিয়া ভাবতে থাকেন, টয়লেটে গিয়ে লোকে গান গায় কেন? এর মাজেজা কী?

কিন্তু আরো মিনিট পাঁচেক পর গায়ক যখন গান গাইতে গাইতে বারান্দায় বেরিয়ে আসে, চৌরাসিয়া চমকে প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যান। লোকটাকে তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। সেই কার্বন মাঝি! পরনে লাল রঙের ফিনফিনে গেঞ্জি, বাহারী হলুদ রঙের লুঙ্গি। কাঁধে একটা সবুজ গামছা। মুখে গান ... মোরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ঐ পড়ের দোরে ভিক্ষে চাই ...!

এবার বাঁ দিক থেকে একটা অস্ফূট আওয়াজ আসে। চৌরাসিয়া ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, বাঁয়ের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিবেশিনী মিস মঞ্জুময়ূরী। চোখে একখানা দূরবীণ।

মঞ্জুময়ূরী দূরবীণ নামিয়ে একটা কিছু বলতে যান, চৌরাসিয়া হাতের ইঙ্গিতে তাঁকে থামিয়ে দ্যান।

"বলতে হবে না, বুঝেছি!" বিরস গলায় বলেন তিনি। "আপনার একটা সবুজ সিল্কের গামছা চুরি গেছে!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ২৯/০৬/২০০৬ - ৬:১৮পূর্বাহ্ন)

রহস্যগল্প ০০৩

মুখফোড়

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া ধড়ফড় করে উঠে বসেন বিছানায়। তারপর তাকান ঘরোয়া ঘড়ির রেডিয়ামচর্চিত কাঁটার দিকে। রাত দেড়টা।

দুঃস্বপ্ন দেখে যে তাঁর ঘুম ভাঙে না, এমন নয়। মাঝে মাঝেই স্বপ্নে দেখেন বউটা বাপের বাড়ি থেকে গাঁটরি বোঁচকা সহ ফেরত এসেছে, এসেই শাড়ি গাছকোমর করে পেঁচিয়ে তাঁকে কান পাকড়ে ধমকাচ্ছে, "বাসাবাড়ির এই হাল? য়্যাঁ?"

তবে আজ দুঃস্বপ্ন নয়। ঘুম ভেঙেছে দরজায় করাঘাতের শব্দে। না, তাঁর দুঃস্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠেনি, বউটা এলে দরজায় লাথি মারে। সম্ভবত কোন প্রতিবেশী, খুচরা কোন রহস্য নিয়ে এসেছে। রহস্যের সমাধান হয়ে গেলে শালারা ঠিকমতো টাকাপয়সাও দেয় না, দিচ্ছি-দেবো করে খালি ঘোরায়। দীর্ঘসূত্রিতা। মাঝে মাঝে ভাবেন চৌরাসিয়া, ফেনসিডিলের ব্যবসায় নেমে পড়বেন। এই রহস্যভেদীর ব্যবসা আর পোষায় না।

লুঙ্গিটা সুচারুরূপে গিট্টুবন্দী করে চৌরাসিয়া গটগটিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা জোরালো হুঙ্কার দেন, "কে র্যা?"

একটি কম্পিত কণ্ঠ ভেসে আসে দরজার ওপাশ থেকে, "আমি!"

চৌরাসিয়া ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবেন, তারপর বলেন, "আমি কে?"

এবার যেন কম্পন একটু কমে আসে, "আপনি গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া!"

হুমম, ভাবেন চৌরাসিয়া, নিঃসন্দেহে এটা মোড়ের লাল বাড়ির ভাড়াটিয়া বারমুডা খান। এরকম পাঁঠা কোটিতে গুটিক মেলে। দরজা খুলতেই তিনি তাঁর ডিডাকশনের মাহাত্ম্য টের পান।

বারমুডা খান কাঁপতে কাঁপতে বলে, "চুরি, চুরি হয়েছে চৌরাসিয়া ভাই! একেবারে

ল্যাংটা করে রেখে গেছে আমাকে!"

চৌরাসিয়া চেয়ে দ্যাখেন, আসলেই, বারমুডা খান খবরের কাগজ পরে চলে এসেছে। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা খাটো গামছা।

চৌরাসিয়া বিরক্ত হয়ে বলেন, "চুরি হয়েছে তো পুলিশে খবর দিন, আমি কী করবো?"

বারমুডা খান কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, "পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ হয়রানি করে। মারে।"

চৌরাসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "চলেন দেখি কী অবস্থা।"

চৌরাসিয়া অকুস্থলে পৌঁছে দেখেন, আসলেই রহস্যজনক চুরি হয়েছে। মূল্যবান কিছু চুরি যায়নি, শুধু বারমুডা খানের পরিধেয় যাবতীয় জিনিস ঝেড়ে দিয়েছে কে বা কাহারা। একেবারে ল্যাংটা করে রেখে গেছে তাকে। বারমুডা খান সুবোধ সুশীল, সে দশটার মধ্যেই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, হঠাৎ শীত শীত লাগায় ঘুম ভেঙে উঠে দেখে সে দিগম্বর, তার আলনায় একটা সুতাও নেই, শুধু বারান্দায় তার এই গামছা আর টেবিলের ওপর বাসি খবরের কাগজ সম্বল করে সে তৎক্ষণাৎ চৌরাসিয়ার শরণাপন্ন হয়েছে।

চৌরাসিয়া ভুরু কুঁচকে বলেন, "আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?"

বারমুডা খানের চোখ জ্বলে ওঠে। সে বলে, "প্রচন্ড ঘৃণায় ঠিকমতো বুঝিয়ে বলতে পারছি না, তবে আমার তো সন্দেহ বাড়িওয়ালাকেই। আমাকে বাড়ি থেকে খ্যাদানোর একটা ... একটা অপচেষ্টা এইটা।"

চৌরাসিয়া বলেন, "তাই নাকি? বাড়িওয়ালার সাথে বিবাদ আছে নাকি আপনার? খুলে বলুন!"

বারমুডা খান খুলে বলে, কোমরে খবরের কাগজ ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে। বাড়িওয়ালা লোকটা ভালো না, তার একটা বেকার গুন্ডা ভাগিনা আর বদমাশ কাজের লোক আছে, এই তিনজনের একজন অনায়াসে নকল চাবি দিয়ে রাতের বেলা ঘরে ঢুকে বারমুডা খানের আলনা থেকে যাবতীয় কাপড় এবং মেঝে থেকে তার পরনের লুঙ্গিটি গাপ করে নিয়ে চলে যেতে পারে।

চৌরাসিয়া ঘরের ভেতর চারদিক খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন ক্লু এর জন্যে। উঁহু, ঘর একেবারে পরিষ্কার। এবার বাহিরের দরজার কাছে যেতে না যেতেই এক বিরাট ক্লু পেয়ে যান তিনি।

সদ্য চুনকাম করা দেয়ালে এক বিশাল ছাপ। হাতের নয়, পায়ের নয়, পিঠের!

চৌরাসিয়া মৃদু মৃদু হাসেন।

বারমুডা খান তেড়েফুঁড়ে ওঠে, "দ্যাখেন কতবড় বদমাইশ, মাত্র চুনকাম করিয়েছি নিজের পয়সায়, হেলান দিয়ে নষ্ট করে দিয়ে গেছে!"

চৌরাসিয়া বলেন, "বাড়িওয়ালার কাজের লোকের কীর্তি এটা। জিনিসপত্র নিয়ে ভাগার সময় অসাবধানে ছাপ রেখে গেছে।"

বারমুডা খান অবাক হয়ে বলে, "কিভাবে বুঝলেন?"

চৌরাসিয়া হাসেন। "সহজ। বাড়িওয়ালা উচ্চবিত্ত মানুষ, তার বেকার ভাগিনাটা মধ্যবিত্ত, আর কাজের ছোকরা নিম্নবিত্ত। আমাদের সমাজে উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের পিঠ কখনো দেয়ালে ঠ্যাকে না, ঠেকলে ঠ্যাকে নিম্নবিত্তের। কাজেই কাজের ছোকরারই কাজ এটা। কাল সকালে ওকে পাকড়ে দুটা চড় মারলেই জামাকাপড় ফেরত দিয়ে যাবে। ... আমার ফি কালকে সন্ধ্যেবেলা পৌঁছে দিয়ে যাবেন, আর হ্যাঁ, ট্যাবলয়েড পত্রিকা পড়া ছেড়ে ভালো কোন দৈনিক পড়ুন, জ্ঞানও বাড়বে, বিপদের সময় আরো ভালো কাজেও দেবে ... গুড নাইট!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ০৭/০৭/২০০৬ - ১২:১০পূর্বাহ্ন)

রহস্যগল্প ০০৪

মুখফোড়

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া মহাবিরক্ত। এ পাড়ায় রহস্যভেদী পরিচয় দেয়াটাই বোকামি হয়েছে তার। বাঙালি জাতিটা বড় পাজি, যত্তোসব খুচরা সমস্যায় ভরা তাদের জীবন, আর খালি মাগনা কাজ উদ্ধারের ফন্দি! পয়সা দেয় না শালারা।

তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, "দেখুন, ছিনতাই ঠিক আমার বিষয় নয় ... নট মাই কাপ অফ টী। ছিনতাই একটা বিচ্ছিরি বাজে বর্বর ঘটনা, ওতে কোন রহস্যের ছোঁয়াচ নেই। আপনি পুলিশ, র্যাব, সাংবাদিক, মিউনিসিপ্যালিটি, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, টিআইবি, সিআইএ ... যাকে খুশি তাকে ধরতে পারেন এ ব্যাপারে, কিন্তু আমাকে বাদে। আমি একজন রহস্যভেদী। মারদাঙ্গা সব রহস্য নিয়ে আমার কারবার, এইসব লুঙ্গিবদনাখুরপিমার্কা পাতি লুটের ঘটনায় গলানোর মতো নাক আমি আজও অর্জন করতে পারিনি। আই উড নেভার কনডিসেন্ড টু সলভিং সাচ আটার হোপলেস প্রবলেমস!" ভোগান্তির বোতলে চুমুক দেন তিনি, তারপর দন হুয়ানের সেই ভিকটিমা নারীর মতো বলেন, "আই উইল নেভার কনসেন্ট!"

কিন্তু পমি রহমান লোকটা সিনে সাংবাদিক, মহা নাছোড়বান্দা। কত নায়কের ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিয়েছে, কত নায়িকার বিয়ে ভেঙে দিয়েছে সে। মগাদিশু চৌরাসিয়ার মতো ভোলেভালা আদমীকে সে হিসেবের মধ্যেই গোণে না। সে বলে, "আরে কিছু না শুনেই বলছেন রহস্য নেই! আমার তো মনে হয় এটা একেবারে আন্তজ্র্াতিক মাপের কিসসা। আপনার লায়েক রহস্য যাকে বলে।"

মগাদিশু চৌরাসিয়া পাত্তা দেন না পমি রহমানের সূক্ষ্ম তৈলমর্দনকে। তিলকে তাল বলে তাঁকে তেলানোর ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেন তিনি নিমেষেই। বলেন, "আপনার লুঙ্গি ছিনতাই হয়েছে, এর মধ্যে কী আন্তর্জাতিকতা থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?"

পমি রহমান সোৎসাহে বলে, "আরে ঘটনা না শুনেই কেসটার সাড়েমাড়ে কোলোজ করে দিচ্ছেন। শুনেই দেখুন না!"

অতএব চৌরাসিয়াকে শুনতে হয়।

ঘটনা কিছু নয়, হপ্তাখানেক আগে পমি রহমান একটা সাদা লুঙ্গি পরে মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনতে গিয়েছিলো। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। একটা মশলা দেয়া মিষ্টি পান খেয়ে মুখে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে ম্যাচ জ্বালিয়েছে, এমন সময় তার চোখে পড়ে এক ভুতুড়ে মূর্তি। আগাগোড়া নিনজা জামাকাপড় পরা, মুখে নিনজা নিকাব, মাথায় নিনজা হিজাব, হাতে একটা বিকট দর্শন ভোজালি, আর একটা সাদা কী যেন। ভয়ে পমি রহমান কাঁপতে থাকে, সে প্রায় পায়ে পড়ে যায় সেই অপমূর্তির, তার রগ না কাটতে শত অনুরোধ করে, অবশেষে সেই জীবটির দয়া হয়, সে সাদা জিনিসটি বাড়িয়ে দেয় পমি রহমানের দিকে। বস্তুটি আর কিছু নয়, একটি সাদা আন্ডারওয়্যার। পমি রহমান ঘাবড়ে গিয়ে সেটি পরে ফেলে, তখন সেই অপমূর্তি তার লুঙ্গি খুলে ফেলার হুকুম দেয়। লুঙ্গিটি খুলতে না খুলতেই সেটি নিয়ে এক ছুটে অন্ধকারে মিশে যায় নিনজা। পমি রহমান আন্ডারওয়্যার পরে একটা রিকশায় চড়ে চুপিসারে বাড়ি ফেরে।

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া কিছু বলেন না।

শুধু তাই নয়। দু'দিন পর ঘটে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবার ছিনতাই হয় পমি রহমানের লাল লুঙ্গিটি। একই ভাবে লাল আন্ডারওয়্যার পরে রিকশায় পড়ে বাড়ি ফিরতে হয় তাকে। তবে আগে কেউ খেয়াল করেনি, এবার উলটাদিকের বাড়ির মিসেস অর্ধকুমারী তাকে দেখে ফেলে এবং হাতছানি দিয়ে ডাকে। পমি রহমান চোঁ চাঁ দৌড় মেরে নিজের ফ্লাটে ঢুকে পড়ে।

মগাদিশু চৌরাসিয়া ভোগান্তিতে চুমুক দ্যান।

পমি রহমান থামে না। কারণ গতকাল তার সবুজ লুঙ্গিটি একইভাবে ছিনতাই হয়েছে। বিনিময়ে অবশ্যই তার একটি সবুজ জাঙ্গিয়া জুটেছে, আর কালকে হরতাল ছিলো বলে সে রিকশা পায় নি, হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়েছে, পাশের ফ্ল্যাটের মিস মঞ্জুময়ূরী মিষ্টি হেসে স্বাগতম জানিয়েছে তাকে, সে অজুহাত দিয়েছে সে সবুজ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্যেই এই সুপারম্যানবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে।

চৌরাসিয়া কিছু বলেন না।

পমি রহমান ক্ষেপে ওঠে। বলে, "এই লুঙ্গিপাগল হাইজ্যাকারের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আর পারি না। আমার ভালো ভালো তিনটা লুঙ্গি ঝেড়ে দিলো শালা। আর নাখাস্তা তিনটা জাঙ্গিয়া গছিয়েছে আমাকে, ওগুলি না পারি ফেলতে, না পারি পরতে! ... দেখবেন ওগুলি?"

চৌরাসিয়া বলেন, "ওগুলি দেখে আমি কী করবো?"

পমি রহমান বলে, "যদি কোন ক্লু টু পান?"

চৌরাসিয়া বলেন, "আপনি ওগুলি একবার পরিধান করার পর ওগুলি আর কোন ক্লু

এর যোগ্য আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি এখন আসুন। আপনার আর কোন লুঙ্গি ছিনতাই হবে না। আর এতো লুঙ্গি পরেন কেন, আমার মতো হাফপ্যান্ট পরতে পারেন না?"

পমি রহমান তেঁটিয়া কিসিমের লোক, বলে, "কিভাবে আপনি বুঝলেন আমার আর কোন লুঙ্গি ছিনতাই হবে না?"

চৌরাসিয়া গম্ভীর হয়ে বলেন, "বিশ্বকাপ শেষ। কাল ইতালি জিতেছে। দেখুন, উলটা দিকের ফ্ল্যাটের ছাদে পতপত করে উড়ছে ইতালির পতাকা। সবুজ, সাদা, লাল। যান, বাড়ি যান।"

পমি রহমান দাঁতে দাঁত পিষে হাতে কিল মেরে উঠে পড়ে। চৌরাসিয়া হতাশ মনে মাথা দোলান। রহস্যভেদ করলেও পয়সা জোটে না। কী আশ্চর্য কান্টাদের দেশ এইটা। তিনি ভোগান্তির বোতলে চুমুক দিয়ে তাকান উলটা দিকের বাড়ির দিকে। ছাদে উড়ছে ইতালির পতাকা। সেই বাড়ি, যেখানে একটি ফ্ল্যাটে বাস করে সেই দুরাত্মা কার্বন মাঝি।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ১০/০৭/২০০৬ - ৩:৩৪অপরাহ্ন)

রহস্যগল্প ০০৫ [সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক রঙিন!]

মুখফোড়

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া একটা সাদাকালো হাফপ্যান্ট পরে নিজের বৈঠকখানায় পায়চারি করছেন। সাদাকালো হাফপ্যান্ট মানে এই নয়, এর একটা পায়া সাদা, অন্যটা কালো। সাদাকালো প্যান্ট মানে এ-ও নয় যে প্যান্টটা জেব্রার মতো ডোরা বা পোলকা ফুটকি দিয়ে ছোপানো। প্রকৃতপক্ষে প্যান্টটা সাদাই ছিলো, এখন ময়লা হয়ে কালচে মেরে গেছে। বউ ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে, তাই চৌরাসিয়া অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে ঘরে ময়লা জামা পরে থাকতে পারেন।

পায়চারি করতে করতেই মগাদিশু চৌরাসিয়া প্যান্টের পকেট থেকে ভোগান্তির বোতল বার করেন। তাঁর পকেটগুলি বোতলের মাপে তৈরি করা, তিনি মর্জিমাফিক কোনদিন 700 মিলি কোনদিন 330 মিলির হাফপ্যান্ট পরেন। পায়চারি করতে করতেই তিনি বোতলে রহস্যভেদীসুলভ একটি গুরু চুমুক দিয়ে সোফায় উপবিষ্ট মিসেস অর্ধকুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

"আপনি বলতে চাইছেন, কে বা কাহারা গত রাতে আপনার ফ্ল্যাটের দরজাটাকে একেবারে আগাপাস্তলা লাল রং করে দিয়ে গেছে?"

মিসেস অর্ধকুমারী শুষ্কমুখে সায় দেন। আজ তিনি মাথায় সাদাকালো (ডোরাকাটা) একটা হিজাব পরে এসেছেন।

"তো দিলোই না হয়। আপনার সমস্যা কোথায়?"

মিসেস অর্ধকুমারী চটে ওঠেন। বলেন, "কী যে বিশ্রী একটা কটকটে রং, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না! তাছাড়া আমার দেয়ালের সাথে ঐ রংটা ম্যাচ করে না মোটেও! তাছাড়া ... তাছাড়া গায়ে পড়ে এভাবে দরজা রং করে দেয়াই বা বরদাশত

করবো কেন? আজকে দরজা রং করছে কালকে ঘরে ঢুকে ছুরি মারবে! আপনি এর একটা বিহিত করে দিন!"

চৌরাসিয়া গম্ভীর মুখে আবার পায়চারি শুরু করেন।

গত পরশু থেকে শুরু হয়েছে এই ফ্যাকড়া। অর্ধকুমারীকে নিয়ে মোট হলো চারজন। সবারই একই অভিযোগ। কে বা কাহারা এসে ঘরের দরজায় রং করে দিয়ে যায়। মক্কেলগুলো মহা ব্যাক্কেল। ঘরের দরজায় রং করে যায় কে বা কাহারা, কিন্তু তারা ঠাহর করতে পারে না। এটার জন্য তাদের রহস্যভেদীর শরণাপন্ন হতে হয়। এটা একটা কথা হলো? আর বিহিত করে দিলেও তো শালারা পয়সা দিবে না!

গত পরশু এসেছিলো বারমুডা খান। তার আগের রাতে কে নাকি তার ঘরের দরজা একেবারে কাঁঠালপাতারঙা করে দিয়ে গেছে। না, এবার বাড়িওয়ালাকে সন্দেহ করছে না সে। বাড়িওয়ালা এমনই কঞ্জুষ মাক্ষিচুস যে পান খেয়ে দরজায় পিক পর্যন্ত ফেলবে না, রং করে দেয়া তো দূরের কথা। তার ধারণা, এটা কোন রূপক হুমকি, কোন মাফিয়াবাহিনীর শাসানি। চৌরাসিয়া সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে তাকে বিদায় করেছেন।

গতকাল সকালে এসেছিলেন পাশের ফ্ল্যাটের মিস মঞ্জুময়ূরী। তাঁরও একই অভিযোগ। তবে তাঁর ঘরের দরজার রং হলুদ করে দেয়া হয়েছে, গত রাতে। মঞ্জুময়ূরীর সন্দেহ সিনে সাংবাদিক পমি রহমানকে, কারণ হলুদ সাংবাদিকতা করে করে নাকি ঐ ব্যাটার হলুদের ওপরই একটা ইয়ে জন্মে গেছে। কেন পমি রহমান গায়ে পড়ে তাঁর ঘরের দরজা রং করে দেবে, এ প্রশ্নের সদুত্তর মঞ্জুময়ূরী দিতে পারবেন না, এবং দিতে পারবেন না বলেই তো মগাদিশু চৌরাসিয়ার কাছে আসা। তবে তিনি আর এই ফ্ল্যাটে আপাতত একা একা থাকতে সাহস পাচ্ছেন না, উত্তরায় বড় বোনের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন, চৌরাসিয়া যাতে এই রহস্যের একটা কিনারা করেন।

চৌরাসিয়া পমি রহমানকে পাকড়াও করে সন্ধ্যেবেলা জেরা করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু বিকেলে সে নিজেই এসে হাজির। অভিযোগ, কে বা কাহারা সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে তার ঘরের দরজায় বিদঘুটে একটা নীল রং করে দিয়ে গেছে, মুরগির ঘরের দরজাতেও নাকি কেউ ওরকম বিশ্রী রং লাগায় না। পমি রহমানের সন্দেহ মিস মঞ্জুময়ূরীর দিকে, মহিলার নাকি মতলব ভালো নয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে যে ঐ কাজ করা সম্ভব নয় তার সাক্ষী আবার স্বয়ং চৌরাসিয়া, উত্তরায় বোনের বাসায় চলে যাবার অ্যালিবাই আছে মহিলার। পমি রহমান ফোঁসফোঁস করতে থাকে হলুদ রঙের বৃত্তান্ত শুনে। চৌরাসিয়া তাকেও বিদায় করেন সাবধানে থাকতে বলে।

আর আজ মিসেস অর্ধকুমারী এসেছেন লাল রঙের নালিশ নিয়ে।

হুমমমমমমমমম।

মিসেস অর্ধকুমারীকে বিদায় করে দিয়ে চৌরাসিয়া মিনিট দশেক ভোগান্তি পান

করেন। মদ্যপান করলে তাঁর বুদ্ধি আরো ধারালো হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে তিনি ঘরে তালা মেরে বের হন। চিন্তামগ্ন ছিলেন বলে ঐ ময়লা হাফপ্যান্টটা পরেই বেরিয়ে পড়েন। হাঁটতে হাটতে এসে হাজির হন মোড়ের রাস্তার রঙের দোকানে। দোকানের নাম আগে ছিলো উজ্জ্বল রং বিতান, এখন সেটার নাম পালটে রাখা হয়েছে রং দে বাসন্তী ।

দোকানী লাল মিয়াকে শুধান চৌরাসিয়া, " সবুজ , তোমার দোকানে গত তিন দিনের মধ্যে কি কার্বন মাঝি সাহেব কোন কেনাকাটা করেছেন?" সবুজ লাল মিয়ার ডাকনাম।

লাল মিয়া তাম্বুলরঞ্জিত দংষ্ট্রারাজি বার করে হাসে। বলে, "আরে উনি তো গত তিন দিন ধইরাই খালি রং, থিনার আর ব্রাশ কিনতে আছেন!

চৌরাসিয়া গম্ভীর হাসেন। "বটে? কী কী রং কিনেছেন?"

লাল মিয়া খানিকক্ষণ খাতা ঘেঁটে বলে, "সবুজ, হলুদ, নীল, লাল আর কালা।"

চৌরাসিয়ার খটকা লাগে, তিনি বলেন, "কালো? কালো রঙও কিনেছে নাকি?"

লাল মিয়া মাথা ঝাঁকায়। "হ।"

চৌরাসিয়া মুষড়ে পড়েন। লাল মিয়ার দোকানে দাঁড়িয়েই কয়েক চুমুক ভোগান্তি পান করেন। তারপর শ্লথ পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করেন। কেন যেন তাঁর মন বলছে, বাড়ি ফিরে দেখবেন তাঁর ঘরের সুন্দর বাদামী বার্ণিশ করা দরজাটাকে কে বা কাহারা একেবারে কালো রং দিয়ে পোঁচ মেরে একাকার করে রেখেছে ...!

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ১৩/০৭/২০০৬ - ১২:০৭অপরাহ্ন)

রহস্যগল্প ০০৬

মুখফোড়

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া বললেন, "তাই নাকি?"

পমি রহমান চোখ টিপে বলে, "হ্যাঁ!"

চৌরাসিয়া বলেন, "আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে?"

পমি রহমান একটু চটে যায়। বলে, "সেই ছোটবেলা থেকে সিনেমা খাই, ভাই! ইস্কুল ফেলে সিনেমা দেখেছি, কলেজ ফেলে সিনেমা দেখেছি, ইউনিভার্সিটি ফেলে সিনেমা দেখেছি, কাজ করি সিনে সাংবাদিকের, কতো নায়িকা ঘেঁটে চুল পাকালাম, মানে, আমার নিজের চুল, আর তারপরও প্রমাণ চান?"

চৌরাসিয়া বলেন, "লেট মি রিফ্রেইজ। উদাহরণ দিন কিছু।"

পমি রহমান একটু শান্ত হয়। এক ঢোঁক বিয়ার খায় সে। বলে, "ধরেন, নায়িকা নাদুশার কথা। না দিয়ে নাম শুরু। চরম ছিনাল! কীসব যে সে করেছে আপনি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করবেন না!"

চৌরাসিয়া বলেন, "হুমম!"

পমি রহমান আরো এক ঢোঁক বিয়ার খায়। বলে, "তারপর ধরেন, নায়িকা নাভানার কথা! এ তো চরম খাচ্চু! এই তো কিছুদিন আগে আমি নিজে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে সাইজ করায় আনলাম!"

চৌরাসিয়া বলেন, "হুমমম!"

পমি রহমান বলেন, "আবার ধরেন গিয়ে," এক ঢোঁক বিয়ার হয়ে যায়, "নায়িকা মাহাৎমা। আগেও মা পরেও মা। বড়ই মা টাইপ। ঐদিন দেখলাম এক নতুন দুবলা

নায়কের থুৎনি ধরে মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।"

চৌরাসিয়া বলেন, "আচ্ছা!"

পমি রহমান বিয়ার খেয়েই চলেন। "তাছাড়া ধরেন, নতুন নায়িকা মালিশা ... ওর মধ্যেও মাতৃভাব প্রকট। সেদিন দেখি আমাদের বুড়া ডিরেক্টর ঢালী নজরুল ওর কোলে বসে আছে। বাৎসল্য।"

চৌরাসিয়া বলেন, "বলেন কী!"

পমি রহমান চোখ লাল করে বলেন, "হাঁ! এখন বিশ্বাস হলো?"

চৌরাসিয়া বলেন, "হুমমম!"

পমি রহমান এবার উঠে পড়ে। তার নাকি কী কী কাজ আছে। এফডিসি যেতে হবে।

চৌরাসিয়া একটু স্মৃতিতাড়িত হয়ে পড়েন। এফডিসি। আহা, যৌবনে কত ফিল্ডিং মেরেছেন ওখানটায়। কত রংচং মাখা নায়িকার ছবির পেছনে অটোগ্রাফ নিয়েছেন।

কিন্তু পমি রহমানের গাঁজাখুরি, মানে, বিয়ারখুরি তত্ত্ব তিনি মাথা থেকে একদম ফেলে দিতে পারেন না। তাঁর মনে পড়ে যায় পুরনো বান্ধবীদের কথা। আহা। আসলেই তো। তাঁর কলেজের বান্ধবী নাজায়েজা, আসলেই মহা বিটকেল ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স জীবনের প্রেমিকা নাফরমানা, সে-ও দুষ্টু কম ছিলো না। মাস্টার্সে এসে প্রেম হলো মাঞ্জুরিমার সাথে, খুবই মাতৃপ্রতিম মেয়ে, চৌরাসিয়ার বিস্তর উদ্ভট আব্দার কত স্নেহের সাথে মেনে নিয়েছিলো সে। মাঞ্জুরিমার খালাতো বোন মাদৃদিয়া, সে-ও বড় স্নেহময়ী ছিলো, অবশ্য এখন সে স্পেনে, একটা খোলামেলা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।

চৌরাসিয়া আরো মেলাতে থাকেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে যেসব পাড়াপ্রতিবেশিনী, গবেষণা জীবনের সহকর্মিনী, বিভিন্ন পরিচিতা নারী, বন্ধুর স্ত্রী থেকে শুরু করে বারমেইড, সবার নাম বিশ্লেষণ করতে থাকেন তিনি। ভাবতে ভাবতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আসলেই তো! কেন এই অঘটন? যেসব নারীর নাম না দিয়ে শুরু, তারা বড় চুলবুলে প্রকৃতির, আর যাদের নাম শুরু মা দিয়ে, তারা ওরকম শান্তশিষ্টা মা-মা গোছের!

চৌরাসিয়া এক ঢোঁক ভোগান্তি পান করেন। তারপর শ্রাগ করে ভাবেন, রহস্যভেদী হয়েছেন বলেই যে সব রহস্যের সমাধান করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। তাছাড়া এই রহস্যের সমাধান করে কী লাভ? পয়সা তো পাওয়া যাবে না। তিনি তো আর ফেলুদা নন যে রহস্য মোচনের আনন্দ ধুয়ে পানি খাবেন। জাহান্নামে যাক এই নাম রহস্য ... শালা পমি রহমান ... কী একটা জিনিস মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেলো!

চৌরাসিয়া সাতপাঁচ ভেবে ঠিক করেন, মোড়ের দোকান থেকে নায়িকা নাদুশা আর নাভানার কোন লেটেস্ট সিনেমার ডিভিডি এনে দেখবেন। রহস্যের চেয়ে নাচগান অনেক

ভালো।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ২৮/০৭/২০০৬ - ৯:৫৮পূর্বাহ্ন)

রহস্যগল্প ০০৭

মুখফোড়

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়ার দিনকাল খারাপ যাচ্ছে। এরকম রহস্যজর্জরিত একটা পাড়ায় বাস করেও কেস জুটছে না তাঁর হাতে। জুটছে না বললে ভুল হবে, কেস রোজই জোটে এক গাদা, কিন্তু পয়সা দিতে চায় না কেউ।

পরামর্শটা দিয়েছে প্রতিবেশী ও পানের সঙ্গী পমি রহমান।

"খোকাপুরুষের কাছে যান।" পমি রহমান ভোগান্তি খায় না, তার পছন্দ বিয়ার, তারই বোতলে এক চুমুক দিয়ে বলে সে।

"খোকাপুরুষ?" মগাদিশু চৌরাসিয়া একটি ভুরু উত্তোলিত করে তাকান পমি রহমানের দিকে।

"হুম। মরমী জ্যোতিষী। হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলে দেয়।" পমি রহমান জানায়। "শুধু হাত দেখলে একটা সংশয় ছিলো, কিন্তু এই ব্যাটা একেবারে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস কষে বলে দেয় সব। শুনেছি," গলা নামিয়ে বলে সে, "কী একটা ফাইয়ের নামতা নাকি আছে, ঐ নামতা পড়ে সব নাকি গুনে বলে দেয়া যায়!"

"বলেন কী?" চৌরাসিয়া নড়েচড়ে বসেন।

"আর বলি কী? সৃষ্টিজগত সব ঐ ফাইয়ের দড়ি দিয়ে আঁটা। বজ্র আঁটুনি। তবে গেরোটা ফস্কা। খোকাপুরুষ ঐ গেরোতে আঙুল দিয়ে বসে আছেন। যখন খুশি গেরো খুলে সব দেখেটেখে ফেলেন।"

"আপনি কিভাবে জানেন এতকিছু?" চৌরাসিয়া একটু আবছা তদন্তে লিপ্ত হন।

"ঐ মানে, মিসেস অর্ধকুমারীর সাথে আবার উনার অনেক জানপেহচান। ওর সাথেই একবার ঐ ব্যাটার আড্ডায় গিয়েছিলাম। হাতটা দেখাতে। দুইজনের একসাথে কোন

সম্ভাবনা আছে কি না ... হে হে হে .. বুঝতেই পারছেন।" পমি রহমান হাসে। "উনি তো আমাদের দুজনের অনেক কথা হাত দেখে বলে দিলেন! আমি তো তাজ্জুব!"

"বটে?" চৌরাসিয়া ভোগান্তিতে চুমুক দেন।

"হাঁ! আপনিও যান। উনি পাথর টাথরও দিয়ে থাকেন শুনেছি। আমাকে দিতে চেয়েছিলেন। বললেন, টেক দিস জেম, ডুড। ইট রকস, ডুড। আমি বললাম, নাহ থাক, পাথর কেনার পয়সা নাই, প্রেমভালোবাসা হলে এমনি হবে, পাথর দিয়ে কী লাভ?" পমি রহমান উদাস দৃষ্টিতে বাম হাতের মধ্যমায় পড়া একটা পাথুরে আংটি দেখে, আর দেখায়।

"এই সেই পাথর? কিনলেন শেষ পর্যন্ত?" চৌরাসিয়া জানতে চান।

"আমি কিনি নাই।" পমি রহমান বলে। "অর্ধকুমারীই উপহার দিলো।"

"হুমম।" চৌরাসিয়া বলেন।

"যা বলছিলাম, যান আপনি ব্যাটার কাছে। এই পাথর ধারণ করার পর থেকেই বেশ ইয়ে বোধ করছি ... বুঝলেন তো। এই তো গতকাল ক্যাবে চড়ে ঘুরলাম দুইজন ... কলা খেলাম, বাদাম খেলাম ... আপনিও সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।"

চৌরাসিয়া একটু গম্ভীর হয়ে যান। মিসেস অর্ধকুমারী তাঁর রেগুলার ক্লায়েন্ট। অনেক টাকা বাকি রেখেছে মহিলা। সেগুলি শোধ না করে পমি রহমানকে পাথর কিনে দেয়াটা যেন তিনি বরদাশত করতে পারেন না।

তবুও পমি রহমানের পীড়াপিড়িতে তিনি আজ এসেছেন খোকাপুরুষের কাছে। সাদাসিধা চেহারা খোকাপুরুষের, বড়বড় চুলদাড়িগেরুয়ার বালাই নাই। পরনে সাদা গেঞ্জি আর লাল লুঙ্গি। গেঞ্জিতে লেখা, লেটস গেট সুফি, বেবি!

চৌরাসিয়ার হাতটা একটা মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে কী যেন দেখেন খোকাপুরুষ আনমনে। তারপর একটা প্যাডে কী সব নোট করেন। একটা ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স নিয়ে অনেক মাপজোকও নেন বিভিন্ন রেখার। তারপর টিভি ছেড়ে ডিসকভারি চ্যানেল ধরেন। সেখানে মহাকাশ নিয়ে একটা প্রোগ্রাম দেখেন মিনিট পাঁচেক। তারপর বের করে আনেন এক প্রাচীন পুঁথি। সেখানে হরেক রকম ছক কাটা। খোকাপুরুষ অঙ্ক করতে থাকেন সেসব ছক দেখে।

সব দেখে শুনে খোকাপুরুষ হাত পাতেন, দক্ষিণা পাঁচটি হাজার টাকা তাঁকে দিতে হবে আগে, আর বার্থ সার্টিফিকেট। চৌরাসিয়া গম্ভীরমুখে পাঁচহাজার টাকা ভর্তি একটা খাম ধরিয়ে দেন তার হাতে। খোকাপুরুষ খাম ছিঁড়ে নোট বার করে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে লালা লাগিয়ে গোনেন। পাঁচশো, একশো, পঞ্চাশ, বিশ, দশ আর দুই টাকার নোটে পাঁচ হাজার টাকা হয় ঠিক ঠিক। বার্থ সার্টিফিকেটটাও মনোযোগ দিয়ে দেখেন মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে।

চৌরাসিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসেন তিনি। "বলুন, কী জানতে চান?"

চৌরাসিয়া গম্ভীর গলায় বলেন, "আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলুন।"

খোকাপুরুষ হাসেন। ঠান্ডা, মরমী হাসি। বলেন, "ভবিষ্যৎ তো ভালো না। অর্থকষ্টে ভুগবেন। আপনার হাতের ধনরেখার কার্ভেচার আর জন্মতারিখে পাঁচের কুপ্রভাব সেটাই সাজেস্ট করে। একেবারে পঞ্চত্ব পেয়ে বসেছেন। সামনের পাঁচটা মাস খারাপ যাবে। লোকজন জ্বালাতন করবে, পাঁচজনে এসে পাঁচটা কথা শুনিয়ে যাবে। পাঁচড়াও হতে পারে গায়ে, স্বাস্থ্যরেখার স্লোপ অন্তত তাই বলছে। প্রেমরেখার সেকেন্ড ডেরাইভেটিভ দেখে মনে হচ্ছে, আপনার স্ত্রীর সাথে সামনে কিচাইন হবে অনেক।"

চৌরাসিয়া ক্ষেপে ওঠেন একদম। ব্যাটা ভাঁড়, এইসব পেঁচো কথাবার্তা শুনিয়ে পাঁচ পাঁচটি হাজার টাকা খসিয়ে নেবার ধান্ধা?

খোকাপুরুষ বকে যান। "আপনি চাইলে পাথর ধারণ করে দেখতে পারেন। আপনার জন্য বৈদুর্য্যমণি সুযট করবে।"

চৌরাসিয়া মন্দ্রস্বরে বলেন, "এ-ই দেখতে পেলেন ঐ মাইক্রোস্কোপে?"

খোকাপুরুষ হাসেন। "মাইক্রো নয়, ওটা ন্যানোস্কোপ। আমার কাজ ন্যানোকসমিক পর্যায়ে।"

"আর ঐ পুঁথি দেখে অঙ্ক কষলেন যে?" চৌরাসিয়া আঙুল তুলে দেখান।

"ওটা পারস্যের বিখ্যাত সুফি জ্যোতিষী মহাজনেজাদের নিজের হাতে লেখা পান্ডুলিপি। আপনি নিশ্চয়ই গোল্ডেন রেশিও ফাই সম্পর্কে অবগত আছেন ... মহাজনেজাদ এই ফাই নিয়ে অনেক ফরমায়েশ করেছেন তাঁর লেখায় ... ।"

চৌরাসিয়া বলেন, "আর আমার হাতের রেখার যে মাপজোক করলেন?"

খোকাপুরুষ হাসেন। "হুঁ। গ্রহনক্ষত্রের ছক ফেলে দেখলাম। রবি নীচস্থ, শুক্র অপ্রকৃতিস্থ, বৃহস্পতি বহুদিন যাবৎ তুঙ্গে নেই, শনির দশায় আচ্ছন্ন আপনি, চন্দ্র ভেগেছে, রাহুতে কেতুতে একেবারে লদকালদকি কান্ড, আর মঙ্গল লিপ্ত বুধের সাথে বিবাদে। আর কী চান?"

চৌরাসিয়া গম্ভীর হাসেন। "আপনি কি ডিসকভারিতে দ্যাখেননি, সৌরজগত পাল্টে গেছে? তিন তিনটা নতুন গ্রহ ঢুকে পড়েছে? কই, আপনি তো ইউরেনা, নেপচুন আর প্লুটো নিয়ে কিছু বলতে পারলেন না, নবাগতা সেরেস, শ্যারন আর জেনাকে সামলাবেন কিভাবে?"

খোকাপুরুষ খিলখিল করে হাসেন। "ওহ, এই সামান্য ব্যাপারে আপনার আপত্তি?"

চৌরাসিয়া বলেন, "মোটেও সামান্য নয়। বলুন ঐ ছয়টা গ্রহ আপনার ছকে নেই কেন?"

খোকাপুরুষ বলেন, "এটা তো খুব ইজি ব্যাপার, মান! নো বিগ ডিল মান! আপনিই বলুন, অন্ধকার মোষতাক, এবি বেবি ছায়েম, কিংবা ক্ষতিপুর রহমান আমাদের দেশের রাজনীতিতে কী এমন প্রভাব ফেলেছেন? কেউ উনাদের নাম বলে? সবাই তো বড় বড় নেতাদের নিয়েই অস্থির! বড়রা যেখানে রকিং, হোয়াই শুড দিস টিনি উইনি বেবিজ বি টকিং? হিসাব ভেরি সিম্পল, মান!"

চৌরাসিয়া রীতিমতো ক্ষেপে ওঠেন। "বটে? আমি এর প্রতিবাদ করবো। নাসার কাছে আমি চিঠি লিখবো। আপনাদের মতো ড্যাম চীট লায়ারদের টীঢ করে ছাড়বো!"

খোকাপুরুষ চোখ টিপে হাসেন। "আরে নাসা থেকে আমার কাছে চিঠি এসেছে! ওরাই আমাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেতে চায়! আমি ওদের কাছে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম, প্রোজেক্ট চামিস্ট্রি নাম দিয়ে। হাত দেখার সুযোগে বোকা পাবলিককে কসমোলজি শেখাবো। ভেরি নাইস প্রোগ্রাম, নাসাই ফান্ড যোগাবে বলেছে!"

চৌরাসিয়া থ হয়ে যান!

খোকাপুরুষ হাসেন। "আর ওরা কিছু চাঁদের পাথরও দেবে আমাকে বলেছে। ভালো দামে বিক্রি হবে।" চোখ টেপেন তিনি।

চৌরাসিয়া দন্তকিড়মিড় করে বলেন, "আপনি একটা আপাদমস্তক দুই নাম্বার ধান্ধাবাজ!"

খোকাপুরুষ খিলখিল করে হাসেন। "ট্রু, মান, ট্রু! চান্দাবাজি তো করছি না, ধান্ধাবাজিই সম্বল! যাই হোক, আমার এখন ইন্টারনেটে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে, নাসায় মরমী জ্যোতিষবাদ নিয়ে একটা পেপার পড়তে হবে কি না ... সেটা গোছানো জরুরি ... আজকে তাহলে আসুন! কৃতজ্ঞতা!" উঠে ভেতরের ঘরে চলে যান তিনি।

চৌরাসিয়া দেখেন, খোকাপুরুষের গেঞ্জির পেছনে লেখা, সেল গড চীপ, বেবি!

চৌরাসিয়া রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে আসেন। পমি রহমানটাকে হাতের কাছে পেলে কিলিয়ে কাঁঠালপাকা করতে হবে!

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ১৮/০৮/২০০৬ - ৭:৫০পূর্বাহ্ন)

রহস্যগল্প ০০৮

মুখফোড়

পমি রহমান সিনে সাংবাদিক হলেও সে মাঝে মাঝে কাজের খবরের কাগজও পড়ে। গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া কয়েকটা খবরের কাগজ রাখেন, রহস্যভেদীদের সবসময় চারপাশের হালহকিকত সম্পর্কে ওয়াকি রাখতে হয়, তাই পমি রহমান চৌরাসিয়ার বাড়িতেই এসে খবরের কাগজটা পড়ে যায়। নিজের বাড়িতে তার কেবল সৌজন্য সংখ্যা সিনেপত্রিকা আসে। ওখানে সেন্টারফোল্ড পোস্টারগুলিকে সে কেটে দরজায় লাগায়, আর বাকিটা পত্রিকা অন্যান্য কাজে লাগায়, পড়ে না মোটেই।আজ খবরের কাগজে এসেছে অদ্ভুত শিরোনাম। "টয়লেট দানবের তান্ডব! দশ দিনে শতাধিক কমোড ধ্বংস!!"পমি রহমান খবর পড়তে পড়তে শিহরিত হয়ে ওঠে। বলে, "চৌরাসিয়া সাহেব, খবর পড়েছেন?"চৌরাসিয়া ভোগান্তির বোতলে চুমুক দ্যান, তারপর বলেন, "না, কী লিখেছে?"পমি রহমান পড়তে থাকে। "নগরীর বিভিন্ন এলাকায় টয়লেট দানব নামে এক অদ্ভুত জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই জীবকে যাহারা চাক্ষুষ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই জীবিত নাই, বেশিরভাগই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত পাইয়া পরকাল লভিয়াছেন। যাহারা প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন, সেইসব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, টয়লেট দানবের উচ্চতা প্রায় দশ ফুট, বুকের ছাতি স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকগুণ বর্ধিত। ইহারা হঠাৎ হঠাৎ আসিয়া জোর করিয়া লোকজনের ঘরে ঢুকিয়া তাহাদের টয়লেটে নাম্বার টু কর্মটি সম্পাদন করে। ইহাদের কীর্তি এতো বলিষ্ঠ যে একবার ব্যবহারের পর কমোড বা প্যান

আর আস্ত থাকে না, চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। আক্রান্ত অনেকের ঘরের চাল মলত্যাগের ইম্প্যাক্টে উড়িয়া গিয়াছে বলিয়া স্থানীয়রা প্রতিবেদককে জানান। আর মলের দুর্গন্ধে ভিটামাটি চাঁটি হইবার উপক্রম। এর মধ্যে কয়েকজন সেই মলের দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। স্থানীয়রা জানাইয়াছেন, উচ্চতায় দশফুট ও প্রশস্ত ছাতিঅলা এই টয়লেট দানবের বিপক্ষে তাহারা অসহায়। এই ব্যাপারে প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা হইলে তাঁহারা জানান, কেউ থানায় ডায়রি করায় নাই, অতএব তাঁহাদের বসিয়া কান চুলকানো ছাড়া করার কিছু নাই।"চৌরাসিয়া বলেন, "হুমম।!"পমি রহমান বলে, "আমার ঘরে ঢুকে হাগতে আসলে একদম ঠেঙিয়ে বিষ ছেড়ে দোবো। কত্তবড় ফাজিল। অন্যের ঘরে বলপূর্বক প্রবেশ করে হাগা!"চৌরাসিয়া বলে, "এখানেই সমস্যা। আপনি হাগতে না দিলে সে আমার ঘরে এসে ঢুকবে। হাগা চেপে রাখা খুব কষ্টকর রে ভাই। একে ধামাচাপা দিয়ে রাখা খুব জটিল কাজ, সবাই পারে না।"পমি রহমান বলে, "আপনার বাসায় ঢুকতে দেবেন না, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। খেদিয়ে দেবেন।"চৌরাসিয়া বলেন, "কিন্তু টয়লেট দানবের উচ্চতা 10 ফিট বলছে না? ছাতিও সেই অনুপাতে চওড়া?"পমি রহমান একটু বিমর্ষ হয়ে বলে, "হুঁ।"চৌরাসিয়া চিন্তিত হয়ে বলেন, "হুম!"পমি রহমান আবার কাগজ পড়তে থাকে। খানিক বাদে সে উত্তেজিত হয়ে বলে, "আরে সবের্‌নাশ, দেখেছেন নাকি, চীনে কী হয়েছে?"চৌরাসিয়া বলেন, "না, কী হয়েছে?"পমি রহমান পড়তে থাকে, "গতকল্য চীনের বেইজিং নগরীর অদূরে এক ক্ষেতের মধ্যে রাতারাতি এক বিশাল গর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। গর্তটির ব্যাস বিশাল, তাহা হইতে ধূম উদগীরণ হইতেছে, এবং দুর্গন্ধে এলাকাবাসী গাঁটরিবোঁচকা বাঁধিয়া দেশান্তরী হইবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ও ক্ষিপ্ত। চৈনিক সরকার এ ঘটনায় রীতিমতো মূহ্যমান ও বিব্রত। উল্লেখ্য যে গর্তটির চেহারা উল্কাপাতের ঘাতবিন্দুর মতো হইলেও এলাকাবাসী উল্কার কথা নাকচ করিয়া দিয়া বলিয়াছে, তাহারা কিছুই দ্যাখে নাই, কিছুই শোনে নাই, শুধু শুঁকিয়াছে। গন্ধে তাহাদের প্রাণবায়ু কণ্ঠগত। চৈনিক জাতি অপরিসীম খাচ্চর বলিয়া বিশ্বনিন্দিত, সেই তাহারাই যদি গন্ধের অভিযোগ করিয়া বিবাগী হয়, তাহলে সেই দুর্গন্ধ যে কীরূপ জোরালো হইতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।"চৌরাসিয়া চিন্তিত হয়ে পড়েন। বলেন, "হুমম। মনে হচ্ছে, চীনেও বড়সড়

কোন টয়লেট দানব ক্ষেতেখামারে গিয়ে বসে পড়েছিলো!"পমি রহমান বলে, "কিছু ধরতে পারলেন ব্যাপারস্যাপার? আঁর তুন বালা ন লার! আঁরারে সমস্যার লগে লড়াই গরন ফরিব!"চৌরাসিয়া কিন্তু ভোগান্তিতে চুমুক দিয়ে ভাবনায় ডুবে যান। দশদিন ধরে দশফুট উঁচু চওড়া ছাতির টয়লেট দানবের আক্রমণ, আবার এখন বেইজিঙে বড় স্কেলের উপদ্রব ...। তিনি মেলানোর চেষ্টা করেন। কী ঘটতে পারে দশ দিন আগে, যে রাতারাতি কিছু প্রাণীর উচ্চতা 10 ফুট হয়ে গেলো, বুকের ছাতি চওড়া হয়ে গেলো ... আর এখনই বা বেইজিঙে কী হচ্ছে ...?

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ২৩/১০/২০০৬ - ৮:০৩পূর্বাহ্ন)

রহস্যগল্প ০০৯

মুখফোড়

পমি রহমান চৌরাসিয়াকে কয়েকদিন যাবৎ বড় গুঁতাইতেছিলো। চৌরাসিয়া ভোগান্তি পান করিয়া তিষ্ঠাইতে পারিতেছিলেন না। পমি রহমান সকাল বিকাল দুই বেলা আসিয়া, "কী হলো, উল্মারের কেসটার কোন গতি করতে পারলেন?" বলিয়া এমন হইচই জুড়িয়া দিতো যে গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়ার মেজাজ বিষাইয়া উঠিয়াছে।

আজ সকালে নাস্তা খাইয়া সবে মাত্র টেলিভিশন ছাড়িয়া হিন্দি নাচগান দেখা শুরু করিয়াছেন, এমন সময় পমি রহমান আসিয়া হাজির।

"কী হলো, উল্মারের কেসটার কোন গতি করতে পারলেন?" পমি রহমান তোতার মতো গড়গড় করিয়া জিজ্ঞাসিলো।

চৌরাসিয়া ভোগান্তির গেলাসে চুমুক দিয়া কহিলেন, "হুঁ!"

পমি রহমান লাফাইয়া উঠিলো, "কে কে কে?"

চৌরাসিয়া কহিলেন, "পাকিস্তান ক্রিকেট দল!"

পমি রহমান কহিলো, "যাহ, ফটাস করে একটা বলে দিলেই হলো?"

চৌরাসিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ফটাস করে নয়, অনেক ভেবেচিন্তে। আরো আগেই বার করে ফেলতাম, কিন্তু আপনার যন্ত্রণায় চিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারছিলাম না। আজ টিভিতে তনুশ্রী দত্তর পাছা দেখে সব মিলে গেলো।"

পমি রহমান অন্যমনস্ক হইয়া কহিলো, "হুঁ, তনুশ্রীর পাছাটা ভালোই ...।"

চৌরাসিয়া কহিলেন, "বেশ ভালো। ... তবে উল্মারের হত্যাকান্ড নিয়ে এখনই কোন ফলাফল জানা যাবে না।"

পমি রহমান ধপ করিয়া বসিয়া বলিলো, "কেন কেন?"

চৌরাসিয়া সব খুলিয়া কহিলেন।

উল্মারের সহিত পাকিস্তানি ক্রিকেট দলের বিস্তর গন্ডগোল চলিতেছিলো। সেই কালরাতে উল্মার বসিয়া বসিয়া টেলিভিশন দেখিতেছিলেন। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ে। উল্মার শুধান, "কে ওখানে?"

উত্তর হাসে, "আরে ইয়ার পেহলে দরওয়াজা তো খুলিয়ে না।"

উল্মার তখন বুঝিতে পারেন, ইনজামাম আসিয়াছে। দরজা খুলিয়া দেখেন, ইনজামামের পশ্চাতে ক্রিকেট দলের বাকিরাও উপস্থিত। তিনি বলেন, "কী চাও? এখন তো ঘুমানোর সময়।"

ইনজামাম ঘরে ঢুকিয়া উল্মারের টুঁটি টিপিয়া ধরিলো। আরেক ক্রিকেটার কহিলো, "উস্তাদ হাত মৎ লাগানা। ইয়ে তোয়ালা লে কর পাকড় কিজিয়ে।"

ইনজামাম তখন উল্মারের গলায় তোয়ালার একটি প্যাঁচ কষাইয়া এক মাথা নিজে টানিতে লাগিলো, অন্য মাথা দলের আরো কয়েক খেলোয়াড় ধরিয়া রাখিলো। অচিরেই উল্মার মৃতুযবরণ করিলেন।

ইনজামাম কহিলো, "আচ্ছা কাম কিয়া গ্যয়া। আল্লা মিয়া তো পাকিস্তানকো বাচা দিয়া। লাড়কোঁ, চ্যলো ঘর যানা হায়।"

এক তরুণ ব্যাটসম্যান কহিলো, "উল্মারজীকা শার্ট বহোত উমদা হায়। মুঝকো ফিট করেগা জরুর।"

আরেক বোলার কহিলো, "উসকা প্যান্ট মুঝকো ভি আচ্ছা ফিট করেগা।"

চাড্ডির জন্যও অনুরূপ বায়না উত্থাপিত হইল।

ইনজামাম বিরক্ত হইয়া কহিলো, "তো খাড়ে খাড়ে মেরা মু কেয়া দেখ রাহে হো? লো না উতারকে!"

অতঃপর তাহারা উল্মারের মৃতদেহ হইতে জামাকাপড়জুতা খুলিয়া উলঙ্গ করিয়া বাথরুমে লাশ রাখিয়া আসিলো।

ইনজামাম কহিলো, "কিসিনে দেখ তো নাহি লিয়া?"

পাকিস্তানি ক্রিকেট দল জানাইলো, "নাহি। সিরফ খুদা নে দেখা।"

ইনজামাম হাসিয়া কহিলো, "আল্লাহ হামারা সাথ হায়। মুলক হামারা সাথ হায়।

জওয়ানলোগ, আগে বাড়হো।"

পমি রহমান চোখ গোল করিয়া বলিলো, "যাহ!"

চৌরাসিয়া কহিলেন, "অসম্ভব কিছু কি?"

পমি রহমান খানিক ভাবিয়া কহিলো, "না।"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ০৬/০৪/২০০৭ - ২:৫৩পূর্বাহ্ন)

রহস্যগল্প ০১১

মুখফোড়

গাব্রিয়েল মগাদিশু চৌরাসিয়া কৌচে বসিয়া ভোগান্তির বোতলের ছিপি মোচড় মারিয়া খুলিতে যাইতেছিলেন, তখনই সিনে সাংবাদিক পমি রহমান আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপস্থিত।

মগাদিশু চৌরাসিয়া তাহাকে ভুরু কুঁচকাইয়া পর্যবেক্ষণ করিলেন কিয়ৎক্ষণ, তাহার পর কহিলেন, "আমি জানি আপনি কী বলবেন।"

পমি রহমান হাঁফাইতেই লাগিলো।

চৌরাসিয়া মৃদুহাস্যসহযোগে কহিলেন, "কার্বন মাঝি সম্প্রতি রহস্যময়ভাবে চুপ করে গেছে। জানালায় কালো মোটা পর্দা ঝুলিয়েছে, ওপাশে আলো জ্বলে কি না বোঝার উপায় নেই। তবে তার বারান্দায় সেদিন পেটিকোট শুকাতে দেখা গেছে।"

পমি রহমান তবুও হাঁফাইতে লাগিলো, কিছু কহিলো না।

চৌরাসিয়া কহিলেন, "পাশের ফ্ল্যাটের মিস মঞ্জুময়ূরীও সম্প্রতি সন্ধ্যাবেলা হাফপ্যান্ট পরে বারান্দায় বসে যোগাসন করেন। আমি জানি। আপনার বারান্দা থেকে দেখা না গেলেও আমার বারান্দা থেকে দেখা যায়।"

পমি রহমান হাত নাড়িয়া নেতিবাচক ভঙ্গিই করিলো শুধু, কোন উত্তর করিলো না।

চৌরাসিয় বোতল হইতে খানিকটা পানীয় গেলাসে ঢালিতে ঢালিতে কহিলেন, "উল্টোদিকে ফ্ল্যাটের মিসেস অর্ধকুমারীর বাড়িতে ইদানীং সন্ধ্যার দিকে কে এক রহস্যপুরুষ আনাগোনা করেন, আমার বারান্দা থেকে বিলক্ষণ দেখা যায় অনেককিছু।"

পমি রহমান এতক্ষণে ঝাঁঝাইয়া উঠিলো, "আরে সেসব কিছু নয়!"

চৌরাসিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার পমি! তবে কী?"

পমি রহমান আরেকটি কৌচে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলো, "হ্যাপি বার্থডে!"

আজ সচল শোহেইল মতাহির চৌধুরীর জন্মদিন। তাঁহার সহিত আমার অম্লমধুর সম্পর্ক বিদ্যমান। বহুকাল পূর্বে, বাংলা ব্লগিং যখন অন্যত্র সবেমাত্র অঙ্কুরাবস্থায় ছিলো, তখন আমরা একত্রে ব্লগিং করিয়াছি। কার্বন মাঝি, মঞ্জুময়ূরী, মিসেস অর্ধকুমারী সেই যুগের চরিত্র। তখন আমরা বহু শৃগাল পিটাইয়াছি, বহু ছাগলকে পদাঘাতে ঠান্ডা রাখিয়াছি। সচলায়তনে শৃগাল বা ছাগল নাই বলিয়া আজ আমি আর চৌধুরী, দুইজনেই কম লিখিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার বন্ধুভাব বিন্দুমাত্র কমে নাই। জন্মদিনে তাই এই গল্পটি তাঁহাকে উৎসর্গ করিলাম।

Happy birthday to dear old Big C!

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ২৮/০৭/২০০৮ - ৩:১০পূর্বাহ্ন)

টেলি বই @bongboi

শেষ পৃষ্ঠা

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

আরও বই ⏬

টেলি বই